দৈনিক বাংলা

তারিখ ...27.6.80...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

পাগল, সাঁকো নাড়াসনে

পত্রিকান্তরে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। পত্রলেখক চাঁপাই-নওয়াবগঞ্জ কলেজের এক ছাত্রীর অভিভাবক। তিনি তার এক নিদারুণ অভিজ্ঞতার বয়ান লিপিবদ্ধ করেছেন চিঠিটাতে। তাতে তিনি জানিয়েছেন, মেয়ের এডমিট কার্ড সংগ্রহের জন্য চাঁপাই-নওয়াবগঞ্জ কলেজে গিয়ে তিনি এক অভিনব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছেন। সেখানে তখন চলছিল এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের সভা। আর সেই সভায় মূল দাবী ছিলঃ এবারের (রাজশাহী বোর্ডের) এইচএসসি পরীক্ষায় (যা এখনো চলছে) নওয়াবগঞ্জ কলেজের পরীক্ষার্থীদের নকল করার সুযোগ দিতে হবে, কেননা, নানা কারণে তাদের পড়াশোনা হয়নি।

দুঃখের বিষয়, কলেজ কর্তৃপক্ষ এই দাবী মোটেও কর্ণপাত করেননি এবং গভীর শোকের বিষয় এই যে তারা অন্যান্য বছরের অপেক্ষা আরো বেশি কড়াকড়ি করেছেন নকলের ব্যাপারে। হাজারো ঝুট ঝামেলা চোখ রাঙানি, ঠ্যাঙানি ও অন্যান্য হেনস্তা সত্ত্বেও তারা নকল ঠেকিয়ে রেখেছেন প্রবল বিক্রমে। তবে, এই পত্রলেখকের মতে মহকুমার অন্যান্য অনেক কলেজেই নাকি নকলের মহোৎসব চলেছে অন্যান্য বছরের মতোই।

টুকলিফাই-এরা প্রশ্নে ঐ কলেজটির শিক্ষক মহোদয়দের এমন নিষ্ঠুর মনোভাবে পরীক্ষার্থীরা যেমন ক্ষুব্ধ ও শোকার্ত আমরাও তেমনি বেদনার্ত। কিন্তু সেই বেদনার বাণী প্রকাশের আগে ছাত্রদের দাবী সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন।

পরীক্ষায় নকল চর্চা এদেশে কোন অভিনব ঘটনা নয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় আর তার সঙ্গীরা ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের চক্রান্তে এদেশে যে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করেছিলেন নকলের ভূত তার মধ্যেই সুপ্ত ছিল। সেই ভূতটি ক্রমশঃ ছাড়া পেয়ে ক্রমশঃ বেশ লায়েক হয়ে উঠেছে। দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে তার কার্যক্রম। স্বাধীনতার পর নকলের বাড়বাড়ন্ত হয়েছেঃ এবং তা গণরূপ গ্রহণ করেছে বটে, তবে তার আগেও নকলের ভূত মাস্টার সাহেবের কম নাজেহাল করেনি। আসলে নকলটা বেশ ভালো ভাবেই রফত হয়েছে এদেশে। আমাদের অনেক পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনী ভাই-বোন নকলের কল্যাণে দিব্যি উৎরে যাচ্ছেন পরীক্ষার বৈতরণী। এ হচ্ছে গিয়ে ওপেন সিক্রেট। সেক্ষেত্রে চাপাই-নওয়াবগঞ্জ কলেজের এবারের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের দাবীতে এমন আহামরি কিছু চমৎকারিত্ব নেই। তাদের দাবী তো একটাই। নকলের ব্যাপারটাকে তারা আর সিক্রেট রাখতে রাজী নন; অর্থাৎ নকলের ব্যাপারে আর ঢাকি-গুড়গুড় থাকবে না না রাখ ঢাক থাকবে না। নকল যখন করবই; একেবারে ঢোল শহরের করেই করব। এই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিটাই শুধু তাদের দাবী ছিল। আর আমরা তাদের দাবীর ব্যাপারে একমত: কেননা, দেশের স্কুল-কলেজে যখন নকল হবেই; কেউ ঠেকাতে পারবে না; তখন অত লুকোচুরি কেন? এক কলেজে নকল হবে আর অন্য কলেজের পরীক্ষার্থীরা নকল করতে না পেরে কলমের পশ্চাদভাগ চুষবে এতো হতে পারে না। কিন্তু কি দুর্মতি হয়েছে ঐ কলেজটির অধ্যাপকদের। তারা একেবারে বেঁকে বসেছেন; ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছেন; টুকলিফাই না করেই পরীক্ষা দিতে হবে পরীক্ষিতদের।

আসল ব্যাপারটা যে আমরা বুঝি না তা নয়। গোটা ব্যাপারটা পরীক্ষার্থীদের নির্বুদ্ধিতার ফসল। তারা যদি অমন ঘটা করে মিটিং করে নকল করার দাবী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করত তাহলে কিন্তু তাদের এমন হুজ্জত পোহাতে হত না। নির্বিঘ্নে নকলের নৌকা চালিয়ে তর তর করে পরীক্ষা সমুদ্দুর পাড়ি জমাতে পারতেন, মাস্টার সাহেবরা টেরও পেত না। পাস তো বটেই উচ্চতর ডিভিসন নিয়ে উচ্চতর শ্রেণীতে প্রবেশের অধিকার আদায় করতে পারতেন; কিন্তু জোরে-সোরে দাবী করেই ভুল করেছে ওরা। ক্ষেপিয়ে দিয়েছে শিক্ষকদের। তারাও ঠিক করেছেন, নকল করতে দেবেন না। এটা হচ্ছে সেই পাগলের গল্পের মতোন। 'ওরে পাগল সাঁকো নাড়াসনি।' পাগল বলল, 'ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস।'

আশা করি এর পরে আমাদের ছাত্র বন্ধুরা এই রকম ভুল পথে চলে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনবেন না।

খান্দকার আলীআশরাফ